দৈনিক বাংলা

20

তারিখ 27 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বাংলাদেশের প্রথম ইংরেজী-বাংলা অভিধান প্রকাশিত

হাসান হাফিজ ঃ এই প্রথম বাংলাদেশ থেকে ইংরেজী–বাংলা অভিধান প্রকাশিত হল। বাংলা একাডেমীর এ অভিধানটি দীর্ঘ সাত বছরের পরিশ্রমের ফসল।

বাংলা একাডেমী ইংলিশ–বেঙ্গলি ডিকশনারির সম্পাদনার দুরূহ দায়িত্ব পালন করেছেন প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। নয় জন বিশেষজ্ঞ সংকলন ও সম্পাদনার কাজে তাকে সহায়তা করেছেন। মোট ১১৩৬ পৃষ্ঠার এ অভিধানের দাম রাখা হয়েছে মাত্র ১২০ টাকা।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ রোববার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, এত উন্নত মানের ইংরেজী–বাংলা অভিধান ভারতের পশ্চিম–বঙ্গেও নেই। এ অভিধান গত ৫০ বছর ধরে আমাদের পরমুখাপেক্ষিতার অবসান ঘটাল। এখন বাংলা–ইংরেজী অভিধান ছাপার কাজ চলছে। আগামী ডিসেম্বর নাগাদ এটি বেরিয়ে গেলে অভিধানে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

মহাপরিচালক বলেন, প্রতি বছর অন্তত এক কোটি টাকা মূল্যের অভিধান বিদেশ থেকে আসত। এখন আমরা উল্টো বিদেশে রফতানী করতে পারব। কলকাতায় বাংলা একাডেমীর নিযুক্ত একজন এজেন্ট ইতোমধ্যে যে দু'লাখ টাকার বইয়ের অর্ডার দিয়েছেন তার মধ্যে এই অভিধানটিও অন্তর্ভুক্ত।

মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ জানান, বাজারে চালু কোন অভিধানই সমকালীন ইংরেজী ভাষার প্রয়োগ, শব্দসম্ভার এবং বাগবিধি এমনভাবে উপস্থাপন করেনি। এদিক থেকে এটি অনন্য। এতে প্রায় ৫০ হাজার শীর্ষ শব্দ এবং ভুক্তি (এন্ট্রি) রয়েছে। সাতটি পরিশিষ্টে রয়েছে দরকারী অনেক তথ্য। এ দৃষ্টান্ত বাক্য আছে ২৫ হাজার। এ অভিধানে মার্কিন ও ব্রিটিশ উচ্চারণ এবং বাজারের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। এতে শব্দের উচ্চারণ দেয়া আছে বিশেষ পদ্ধতিতে বাংলাপ্রতিবর্নীকরণেরমাধ্যমে।

তিনি আরো জানান, অভিধানটিতে একাডেমী প্রকাশিত যে কোন বইয়ের চাইতে বেশী পরিমাণ ভর্তুকি (৪৫ শতাংশ) দেয়া হয়েছে। প্রণয়ন ও মুদ্রণে খরচ হয়েছে সাড়ে ১৩ লাখ টাকা। প্রথম দফায় ছাপাও হয়েছে ১০ হাজার কপি। ইংরেজী ও বাংলা মিলিয়ে মোট শব্দসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ।

এক প্রশ্নের উত্তরে মহাপরিচালক বলেন যে তারা আশা করছেন যে ছয় মাসে এক লাখ কপি অভিধান বিক্রি করা সম্ভব হবে। শুধুমাত্র ঢাকাতেই ৫০ হাজার কপি চলতে পারে। কোন পুস্তক ব্যবসায়ী এক লাখ টাকা মূল্যের অভিধান কিনলে ৪০ শতাংশ কমিশন পাবেন।

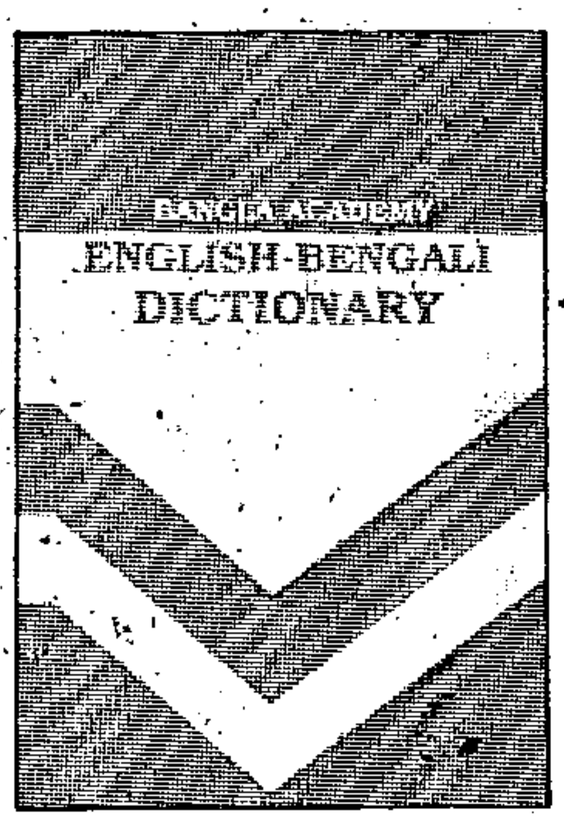

রেডিও টিভিতে বিজ্ঞাপন যাচ্ছে–তা অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিধানটি সম্পর্কে সচিত্র বিবরণীপাঠানোহবে।

তিনি বলেন, এ অভিধানের সম্পাদক প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অক্সফোর্ডের ছাত্র। আমি কেমব্রিজের ছাত্র। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে অভিধানটি অত্যন্ত উচুঁ মানের হয়েছে।

অভিধানটি প্রণয়নে যে নয় জন বিশেষজ্ঞ কাজ করেছেন, তারা হচ্ছেন ঃ ডঃ জাহাঙ্গীর তারেক, কাশীনাথ রায়, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ডঃ রাজীব হুমায়ূন, এ এম এম হামিদুর রহমান, শফি আহমদ, নূরুল হুদা, মুহম্মদ নূরুল হুদা এবং আফজাল হোসেন। কমপিউটারে অভিধান কম্পোজের কাজ বাংলা একাডেমীতে এই প্রথম হল।

বাংলা একাডেমী ইংলিশ–বেঙ্গলি ডিকশনারীর সম্পাদক প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, কাজটি ছিল টীম ওয়ার্ক। পর্যালোচনা করতে করতে আমরা কাজটা শিখেওছি। ওয়েবষ্টার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ডিকশনারী যে প্রণয়ন করা হয়, তাদের প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী আছে। বাংলা একাডেমীকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে দক্ষ একটি কর্মীবাহিনী তৈরি হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মুদ্রণ নিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু সে সমস্যাও সুন্দরভাবে সমাধান করা গেছে। বাংলা একাডেমীকে অভিনন্দন।